জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
যশোর।
প্রাপ্তি নং ২৩১
তারিখ ১৬/০৫/২৬
নথি নং ৩৩.০০২

"আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক সম্প্রসারণ এর কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।
www.dls.gov.bd

স্মারক নং-৩৩.০১.০০০০.২০০.০৬.২৩২.১৭-৩৬৯ তারিখ: ০৪/০৫/২০২৬ খ্রি.

বিষয় ঃ ঈদ-উল-আযহা সহ অন্যান্য সময়ে মাঠ পর্যায়ের পশুপাখি থেকে মানবদেহে রোগজীবাণু সংক্রমণ (Spillover) প্রতিরোধে করণীয় নির্দেশনা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং রোগতত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সিটিটিউট (আইইডিসিআর) তথা জাতীয় রোগতত্ব কেন্দ্রের নজরদারি কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০২৫-২৬ এ কিছু সংখ্যক মানুষও এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছে এবং আক্রান্ত এর মধ্যে একজন মারা গিয়েছে। অন্যদিকে, গৃহপালিত বিড়ালেও এ ভাইরাসটি সনাক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে সংক্রেমিত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এর চরিত্র বিশ্লেষনে দেখা গিয়েছে যে পূর্বের সংক্রমিত ভাইরাসটি Reassortment এর মাধ্যমে পরিবর্তিত রূপধারন করেছে। ভাইরাসের এ পরিবর্তন পোল্ট্রি শিল্প ও জনস্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ন। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গবাদিপশু ও মানুষ অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হওয়ার নজিরও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরুপ। বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সময়ে গবাদিপশুর আক্রান্ত ও মৃত্যু এবং মানুষের মধ্যে ত্বক ও চোখে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমন সনাক্ত হয়েছে। তাছাড়া ঈদ-উল-আযহার পূর্বে গবাদিপশুর চলাচল অনেক বেড়ে যায়, যার ফলে সংক্রমন ব্যাধির ঝুঁকিও বাড়ার সম্ভবনা থাকে।

এমতাবস্থায়, গবাদিপশু ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় পশুপাখি থেকে মানবদেহে রোগজীবাণু সংক্রমণ (Spillover) প্রতিরোধে করণীয় নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুশীলনের জন্য খামারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও খামার ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর চলমান প্রশিক্ষণ, খামার পরিদর্শন বা উঠান বৈঠক এর মাধ্যমে গবাদিপশু লালন-পালনকারী খামারীদের মধ্যে এ সংক্রান্ত জনসচেতনা বৃদ্ধির কার্যক্রম হাতে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো যচ্ছে এবং এক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংযুক্ত প্রচারপত্র ও নির্দেশনা ব্যবহার কার যেতে পারে।

সংযুক্তি: ০৩ পাতা।

০৪/০৫/২৬
ডাঃ বেগম শামছুননাহার আহম্মদ
পরিচালক, সম্প্রসারণ।
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট,ঢাকা

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১. পরিচালক, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা।
২. পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর (সকল)
৩. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সকল)
৪. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ভেটেরিনারি পাবলিক হেল্থ অনুবিভাগ, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।
৫. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সকল)
৬. Dr Paul Daru, Project Director, Epic Bangladesh & Country Representative, FHI 360, Bangladesh- আপনার প্রকল্প এলাকায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনের সহযোগিতা করার অনুরোধসহ।

সদয় অনুলিপি:

১. মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর স্টাফ অফিসার (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. অফিস কপি।

CamScanner

পশুপাখি থেকে মানবদেহে রোগজীবাণু সংক্রমণ (Spillover) প্রতিরোধে করণীয় নির্দেশনা

পশুপাখি হতে মানুষে রোগজীবাণু সংক্রমিত হলে স্পিলওভার ঘটে। সাধারনত পশুপাখির সরাসরি সংস্পর্শ, অনিরাপদ জবাই ব্যবস্থাপনা, দুর্বল জীবনিরাপত্তা অথবা অসুস্থ বা মৃত পশুপাখির নাক, মুখ ও অন্যান্য অংগ হতে নির্গত নিঃসরনের সংস্পর্শ ইত্যাদি স্পিলওভার ঘটায়।

নিম্নলিখিত উপায়ে স্পিলওভার হতে সুরক্ষা পাওয়া সম্ভব:

১. অসুস্থ বা মৃত পশুপাখির সংস্পর্শ হতে বিরত

- অসুস্থ বা মৃত পশুপাখিকে সরাসরি স্পর্শ করবেন না কিংবা জবাই করবেন না বা চামড়া ছাড়াবেন না
- অসুস্থ বা মৃত পশুপাখির মাংশ খাওয়া থেকে বিরত থাকুন

২. পশুপাখির পরিচর্যার সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা গ্রহণ

- অসুস্থ বা মৃত পশুপাখির ব্যবস্থাপনার সময় গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে
- পশুপাখির ব্যবস্থাপনা ও জবাই কার্যক্রমের সময় মাস্ক, সুরক্ষামুলক পোশাক/এপ্রোন ও বুট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে
- হাত, পা অথবা শরিরে কোন ক্ষত থাকলে অসুস্থ বা মৃত পশুপাখির ব্যবস্থাপনা বা জবাই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করা বা যথাযথভাবে ক্ষতস্থান ঢেকে রেখে অংশগ্রহণ করতে হবে
- অসুস্থ বা মৃত পশুপাখির ব্যবস্থাপনা বা জবাই কার্যক্রমের পর হাত সাবান ও প্রবাহমান পানি দ্বারা ধুতে হবে এবং ব্যবহৃত ছুড়ি কাঁচি ও অন্যান্য আসবাবপত্র পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে

৩. নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ নিশ্চতকরণ

- দুধ ভালোভাবে ফুটিয়ে এবং মাংশ পরিপূর্নভাবে সিদ্ধ বা রান্না করে গ্রহণ করতে হবে
- কাঁচা বা অর্ধসিদ্ধ মাংস, দুধ, ডিম খাওয়া যাবে না
- রান্নার প্রতিটি ধাপের পর হাত ও ব্যবহৃত সামগ্রী ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে

৪. পাখি পরিচর্যার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা

- বন্য ও অতিথি পাখি ধরা, বিক্রি ও স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে
- হাঁস মুরগি পরিচর্যার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হবে
- হাঁস মুরগি পরিচর্যার পর হাত ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে
- হাঁস মুরগির ঘর নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করতে হবে

৫. কমিউনিটি সচেতনতা ও দ্রুত রির্পোটিং ব্যবস্থা

- হঠাৎ বা অস্বাভাবিক পশুপাখি অসুস্থ বা মৃত হলে
- পশুপাখির সংস্পর্শে আসার পর ত্বকে ফুসকড়ি, ক্ষত বা ঘা হলে
- পশুপাখির সংস্পর্শে আসার পর শ্বাসতন্ত্রজনিত বা যে কোন অসুস্থতা হলে

দ্রুত নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ বা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

জীবনিরাপত্তার নির্দেশিকা

১. খামারের মূল ফটকে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রন

১.১ শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় যানবাহন (খাবার ও ডিম আনা নেয়ার জন্য)খামারে প্রবেশ করতে পারবে

১.২ লিটার সংগ্রাহকারী খামারে প্রবেশ করতে পারবে না

১.৩ খামারের চারিপার্শে বেড়া দিতে হবে যেন বাহিরের হাঁস-মুরগি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে

১.৪ মৃত হাঁস-মুরগি নিরাপদে অপসারণ করে এবং মাটিতে পুতে রাখতে হবে

১.৫ পোল্ট্রি খামারের প্রধান ফটকে "প্রবেশ সংরক্ষিত" চিহ্ন থাকবে

২. খাবার/ডিম সংগ্রহের স্থান ও সেডের মধ্যবর্তী অংশের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রন

২.১ সেডের কাছে কোন যানবাহন প্রবেশ করতে পারবে না

২.২ শুধুমাত্র খামারের কর্মীরা সেডের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে

২.৩ খামারে অনুমোদিত দর্শনার্থী ছাড়া অন্য কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া ঠিক হবে না

৩. খামারের কর্মী ব্যবস্থাপনা

৩.১ বাহিরে ব্যবহৃত জুতা বাহিরে রেখে খামারের নিদিষ্ট জুতা পরে খামারে প্রবেশ করতে হবে

৩.২ বাহিরে ব্যবহৃত পোশাক পরিবর্তন করে খামারের নিদিষ্ট পোশাক পরে প্রবেশ করতে হবে

৩.৩ খামারে প্রবেশের পূর্বে গোসল করে নিতে হবে

৪. সরঞ্জামাদি ব্যবস্থাপনা

৪.১ বাজার বা অন্য খামার থেকে আনা সরঞ্জামাদি অবশ্যই পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে

অন্যান্য খামার ব্যবস্থাপনা চর্চা

- ফিডার ও ড্রিঙ্কার নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
- খামারে প্রবেশের পূর্বে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ও পা ধুতে হবে।
- জৈব নিরাপত্তা বাস্তবায়নে কোন পরিবর্তন/ ফ্লকের গ্রোথ সমান হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করতে হবে।
- পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল (ভেন্টিলেশন) নিশ্চিত করতে হবে।

CS CamScanner

"গবাদিপশুর নিরাপদ পরিবহন প্রাণিকল্যাণ আইনের বাস্তবায়ন"

কোরবানির জন্য সুস্থ্য সবল গবাদিপশু চেনার উপায়

গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে প্রস্তুতকৃত সুষম পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য উপাদানই যথেষ্ট।

সুস্থ গরু চেনার উপায়:

১. মুখের সামনে খাবার ধরলে নিজ থেকে জিহ্বা দিয়ে টেনে খাবে।

২. শরীরের চামড়া টানটান, পশম মসৃণ চকচকে ও উজ্জ্বল হবে।

৩. সব সময় কান ও লেজ নাড়াচাড়া করবে।

৪. পিঠের কুজ মোটা ও টানটান থাকবে।

৫. পশুর চোখ উজ্জ্বল, নাকের উপরের কালো অংশে ভেজা ভেজা এবং চকচকে হবে।

৬. পশু স্বাভাবিক প্রানবন্ত থাকবে এবং জাবর কাটবে।

৭. চামড়া টান দিয়ে ছেড়ে দিলে দ্রুত পুর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে।

৮. প্রয়োজনে নিকটস্থ ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের সাহায্য গ্রহণ করুন।

"পশুর নিরাপদ পরিবহনে প্রাণিকল্যাণ আইন-২০১৯ অনুসরণ করতে হবে"

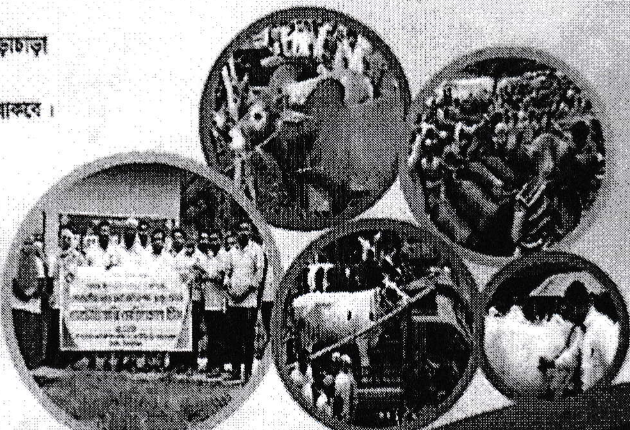

জনসচেতনতায়: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৩৩.০১.৪১০০.০০০.৭৭.০০১(২).২৬-৪১৬/৮(১)

তারিখঃ- ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
১৩ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হলো :-

১-৮। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, যশোর সদর/ ঝিকরগাছা/ শার্শা/ মনিরামপুর/ কেশবপুর/ অভয়নগর/ বাঘারপাড়া/ চৌগাছা, যশোর। পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ঈদ-উল-আযহা সহ অন্যান্য সময়ে মাঠ পর্যায়ের পশুপাখি থেকে মানবদেহে রোগজীবাণু সংক্রামণ (Spillover) প্রতিরোধে করণীয় নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(ডাঃ মোঃ সিদ্দীকুর রহমান)
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
যশোর।
ফোন নং-০২৪৭৭৭৬১৪১২
মোবাইল নং-০১৭১২-০৫০৬৯০
email: jessoredlo@gmail.com

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ-

১. পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
২. অফিস কপি।

F:\For 1.docx